بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৬ অক্টোবর ২০১৭, মোতাবেক ০৬ইখা, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আমি বিভিন্ন সময় এমন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করে থাকি, যার সম্পর্ক মানুষের নিজেদের আহমদীয়াত গ্রহণ-সংক্রান্ত বা আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাদের যে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হয় অথবা জামা'তের ওপর খোদার যে অবারিত কৃপাবারী বর্ষিত হচ্ছে আর এর ফলশ্রুতিতে জামা'তের সদস্যদের ঈমানে যে উন্নতি ও দৃঢ়তা লাভ হচ্ছে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অনেকে আমাকে লিখে বা মতামত ব্যক্ত করে যে, হুযূর! অনুগ্রহপূর্বক এমন ঘটনাবলী শোনানো অব্যাহত রাখবেন। কেননা, এসব ঘটনা আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে আমাদের শিশুদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে আর যুবকদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির কারণ হয় আর স্বয়ং আমাদের নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটে এবং আমাদেরকেও আমাদের আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করায়। কোন কোন জন্মগত আহমদী লিখে থাকে, নবাগতদের ঈমানী অবস্থার এ চিত্র এবং খোদার সাথে তাদের এরূপ সম্পর্ক আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেয় আর আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরাও যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করি।একইভাবে কোন কোন নতুন বয়আতকারী আহমদীও বলে থাকেন যে, এসব ঘটনা শুনে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু একই সাথে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী এমন কিছ মানুষ বা এমন মানুষ যারা নিজেদের উচ্চ শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মনে করে,যদিও এরা পাকিস্তান থেকে এসেছে কিন্তু বস্তুবাদিতা তাদেরকে এতটা গ্রাস করে বসেছে বা তারা জাগতিকতায় এতটা মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে, খোদার দিকে তাদের কোন মনোযোগই নেই অথবা সেভাবে তারা মনোযোগ দেয় না যেভাবে এক আহমদীর মনোযোগী হওয়া উচিত ,যা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী ও তাঁর হাতে বয়আতকারীর জন্যও যা একান্ত আবশ্যক। খোদা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে প্রথমত, তা পালনের প্রতি তারা মনোযোগই দেয় না আর মনোযোগ দিলেও তা এত যৎকিঞ্চিত যে, না দেওয়ারই নামান্তর। এরা ধর্মীয় দায়িত্বাবলী পালনের বিষয়ে উদাসীন। ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি নিয়ে তারা মাথাই ঘামায় না বা খুবই কম ভাবে। নবাগতরা যেসব কথা বর্ণনা করে বা এমন ঘটনাবলী যা কোনভাবে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়ে থাকে, তা শুনে এসব মানুষ আপত্তির ছলে বলে বসে যে, বয়আত এবং ঈমানের উন্নতি-সংক্রান্ত যেসব ঘটনা শোনানো হয় তা কেবল আফ্রিকা বা আরব বিশ্ব অথবা এশিয়াতে বসবাসকারী লোকদের সাথেই কেন ঘটে থাকে? ইউরোপবাসীদের সাথে এমন ঘটনা কেন ঘটে না? তারা কেন স্বপ্নের মাধ্যমে

পথের দিশা পায় না? ধর্মীয় পুস্তকপুস্তিকা পড়ে কেন তারা দিক-নির্দেশনা লাভ করে না বা তাদের মনোযোগ কেন আকৃষ্ট হয় না? তারাও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা কেন লাভ করে না?

প্রথম কথা হল,ইউরোপে বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের ধর্মের প্রতি মনোযোগ রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। তাদের ঈমানের উন্নতির জন্যও খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে উপায় বা সুযোগ সৃষ্টি করেন। এখানে যুক্তরাজ্যেও অনেক নতুন বয়আতকারী রয়েছেন বা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন যারা অনেক পূর্বেই বয়আত করেছেন আর প্রতিনিয়িতই তাদের ঈমানের উন্নতি হচ্ছে। নতুন বয়আতকারীরা বা কিছুকাল পূর্বে হওয়া আহমদীরা এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন যা বিস্ময়কর আর যা তাদের খোদার সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন এবং ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। (তাদের সামনে) জামা'তের সত্যতা ক্রমাগভাবে স্পষ্ট হতে থাকে আর খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা আর নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তারা উন্নতি করছে। তাদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছেন। লাজনা, খোদ্দাম এবং আনসারের ইজতেমায় তারা নিজেরাই বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়ে থাকেন। এমটিএ'তেও কেউ কেউ শুনিয়েছেন, যা খুবই ঈমান উদ্দীপক। যাহোক পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে যারা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের সামনে প্রকাশ করেন। এছাড়া এমন একটি শ্রেণিও রয়েছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ না করলেও ইসলামের মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব আহমদীয়াতের কল্যাণে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়। অনেক ঘটনা রয়েছে যা আমি আমার বিভিন্ন দেশের সফরান্তে বা জলসার পরে শুনিয়ে থাকি।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি স্মরণ রাখার যোগ্য তা হল, খোদা তা'লা তাকেই হিদায়াত দেন, যে সঠিক পথের সন্ধানে আল্লাহ্‌র পানে অগ্রসর হয়। এক ব্যক্তি যদি বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত থাকে এবং খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ভ্রুক্ষেপহীন হয় আর খোদা ও ধর্মের সাথে তার কোন সংশ্রবই না থাকে এবং যে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লাও ভ্রুক্ষেপ করেন না আর সে হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা থেকে বঞ্চিত থাকে।

অধিকন্তু নবীদের ইতিহাসও একথাই বলে যে, ধর্মের প্রতি মনোযোগী আর ধর্ম গ্রহণকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণির মানুষই হয়ে থাকে। বিনয়ী এবং দীনহীন মানুষের মাঝেই খোদার দিকে যাওয়ার ব্যাকুলতা এবং খোদাভীতি বেশি থাকে। দুনিয়ার কীট এবং তথাকথিত শক্তিধররা এ কথাই বলে আর যাআল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের গুরুত্বই বা কী? তোমাদের মান্যকারীরা তো أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ (সূরা হুদ: ২৮) অর্থাৎ, আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা আমাদের সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ বলেই মনে হয়। অতএব, এই জগতপূজারীরা তো অহংকারে মদমত্ত রয়েছে। প্রথমত অহংকারের কারণে আর দ্বিতীয়ত জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকার কারণে তারা ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগই পায় না। আর ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখন নাস্তিকতার শিকার বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর বা উন্নত বিশ্বের (অধিকাংশ) মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে। তারা যেহেতু খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না তাই খোদারই-বা কী দায় পড়েছে যে, তাদের পথপ্রদর্শন করবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব বস্তুবাদী লোকের চিত্র অংকন করতে গিয়ে বলেন, 'সূরাতুল আসর- এ আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের এবং মু'মিনদের জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কাফিরদের জীবন কেবলই চতুষ্পদ জন্তুর মত (বা পশুর ন্যায়।) পানাহার এবং রিপুর তাড়না চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজই নেই। يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (সুরা মুহাম্মদ: ১৩) (অর্থাৎ,তাদের কাজ হল, কেবল পশুর মত পানাহার করা।) তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু দেখ! একটি ষাড় ঘাস খায়, কিন্তু হালচাষ করার সময় যদি বসে পড়ে (অতীতকালে কৃষকদের রীতি ছিল, হালচাষের জন্য তারা ষাড় ব্যবহার করত আর এখানেও প্রাচীনকালে ঘোড়া ব্যবহার হত। হালচাষের সময় বসে পড়ে আর কাজ না করে কেবল খাবারই খায় তাহলে) তিনি (আ.) বলেন, এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? এটিই দাঁড়াবে যে, কৃষক সেটিকে কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেবে (জবাইয়ের জন্য কশাইকে দিয়ে দেবে।) তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে, যারা খোদার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন আর নিজেদের জীবন অনাচার ও কদাচারের মাঝে অতিবাহিত করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৮) অর্থাৎ,তুমি বলে দাও! তোমরা যদি তাঁর ইবাদত না কর তবে আমার প্রভু তোমাদের কী তোয়াক্কা করবেন। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:১৮১, ইংল্যন্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)**

অতএব, খোদা তা'লা তাদের প্রতিই যত্নবান যারা তাঁর সামনে বিনত হয় এবং সঠিক পথের দিশা চায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে আরো বলেন, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এছাড়া সৎকর্ম পূর্ণতা পায়না। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সুন্নত বা রীতি পরিত্যাগ করেন না আর মানুষও (এমনই যে) নিজের স্বভাব পরিহার করতে চায় না, তাই বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল্ আনকাবুত: ৭০) যারা খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে চেষ্টা-সাধনা করে তাদের জন্য খোদা তা'লা আপন পথ খুলে দেন। **(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, ইংল্যন্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)**

অতএব, যারা চেষ্টা করে এবং খোদার সঠিক পথের সন্ধানে তৎপর থাকে, তাকে পাবার সাধনা করে তারা হিদায়াতও পায় এবং ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করে আর এই উন্নতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে। অনেক মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কতেক পুণ্যের কল্যাণে তাদের প্রতি কৃপা করেন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

অতএব, আমরা যেসব ঘটনা শুনিয়ে থাকি সেগুলি এমন লোকদেরই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা যারা সঠিক পথ পাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। অথবা যেমনটি আমি বলেছি, অনেকে এমনও আছে যাদের কোন পুণ্যের কারণে তাদের ওপর খোদার বিশেষ কৃপা হয়ে থাকে, এরপর খোদা তা'লা তাদেরকে সঠিক পথ দেখান।

আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় উন্নতির এমনই কিছু ঘটনা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু ঘটনা আজও আমি একত্রিত করেছি।

বুরকিনাফাঁসো থেকে আমীর সাহেব লিখেছেন, লিকোয়েন (Likoun) নামে এক গ্রামে আমাদের মুয়াল্লিম তবলীগের জন্য যান, তবলীগের পর তিনি বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে

কেবল একজন বয়োবৃদ্ধা মহিলা বয়আত করেন। মুয়াল্লিম সাহেব গ্রামবাসীদের বলেন, এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে আমাদের মসজিদ অবস্থিত, আপনাদের মধ্য হতে কেউ যদি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনারা সেখানে আসতে পারেন। সেখানে জুমুআর নামাযেরও ব্যবস্থা রয়েছে। যাহোক, মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, সেই ভদ্রমহিলা বয়আত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই গ্রাম থেকে মসজিদে যাওয়ার পথে একটি খাল রয়েছে আর বৃষ্টির কারণে তা পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বয়আতের পর প্রত্যেক জুমুআর দিন তার জায়নামায নিয়ে জুমুআ পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন আর সেই খাল পানিতে পরিপূর্ণাবস্থায় দেখে সেখানেই জায়নামায বিছিয়ে (নামায পড়ে নিতেন আর নিজ মনে) বলতেন, আমি আহমদীদের সাথে জুমুআর নামায পড়ে নিয়েছি। কেননা, আমার মনে আহমদীদের সাথে জুমুআর নামায পড়ার নিয়্যত বা সদিচ্ছা ছিল। তিনি বলেন, একমাস পর সেই খালের পানি কমে গেলে সেই ভদ্রমহিলা আমাদের মসজিদ এবং মিশন হাউজে আসেন আর পুরো ঘটনা শোনান। আহমদীয়াত গ্রহণের পর এই ছিল তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। তিনি নিজে এই ঘটনা বর্ণনা করেন আর এটি শুনে মুয়াল্লিম সাহেব তবলীগের জন্য পুনরায় সেই গ্রামে যান আর গ্রামবাসীদের বলেন, দেখ! এই বয়োবৃদ্ধা মহিলা সত্যান্বেষী ছিলেন তাই তিনি সত্য গ্রহণ করেছেন আর খোদা তার প্রতি কৃপা করেছেন ফলে এই মানের ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক জুমুআয় যেতেন আর খাল-পাড়ে নামায পড়ে ফিরে আসতেন, পানির কারণে খাল পাড় হওয়া তার জন্য সম্ভব হত না। তবুও তার মাঝে আন্তরিকতা ছিল। মুয়াল্লিম সাহেব এই ঘটনা শোনানোর পর সেখানকার স্থানীয় মানুষরা যখন সেই মহিলার আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা দেখেন তখন আরো ত্রিশ জন বয়আত করে, এদের অনেকেই তার নিকটাত্মীয় ছিল। অতএব, খোদা তা'লা তাদের জন্য এভাবে হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

আবার অনেক সময় এমন মানুষও রয়েছে যারা স্বপ্ন দেখে বয়আত করেন।

ফ্রান্সের একজন ভদ্রমহিলা হলেন আসিয়া সাহেবা। তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, আমি আমার বয়আতের পুরো বৃত্তান্ত এ জন্য বর্ণনা করতে চাই, যেন আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর আমাকে আপনার বরকতময় জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি বলেন, যথারীতি একদিন ইন্টারনেটে নতুন চ্যানেলের সন্ধানে ছিলাম। এমন সময় আমি হেওয়ারুল মুবাশের-এর লিংক পেয়ে যাই। সেখানে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় হতে মুক্ত, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, শালীন, দৃঢ় এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি শুনে আমি অবাক হই। এর কয়েক দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি অন্ধকার কূপে পড়তে যাচ্ছি আর কূপের দু'প্রান্তকে আমি আঁকড়ে ধরে আছি কিন্তু আমার পা নিচের দিকে ঝুলছে। হঠাৎ করে আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুভ্র বর্ণের তিন-চারটি পাখি, যেসব পাখির রং অনেক ধবধবে সাদা ছিল। আমি জানি না যে তারা কারা। সেই পাখিগুলো আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। প্রথম দিকে এই স্বপ্ন আমি বুঝি নি কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি, এরাই তো হেওয়ারুল মুবাশের-এর প্যানেল মেম্বার, যাদেরকে পাখিরূপে দেখানো হয়েছে। প্রথমে আমার কাছে এটি স্পষ্ট ছিল না যে, এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ও মাহদী হওয়ার

দাবি করেছেন। কিন্তু আমার কিছুটা সন্দেহ হয়, তাই আমি জামা'তী বইপুস্তক বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পড়ার সিদ্ধান্ত নেই। যাতে ইসলাম বিরোধী কোন কথা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি বরং এর বিপরীতে তাঁর পবিত্র সত্তায় আমি ইসলাম, মুসলমান এবং মহানবী (সা.)-এর পুরো বীরত্বের সাথে সুরক্ষাকারী একসাহসী বীর-পুরুষকে দেখতে পেয়েছি, যিনি এসব পুস্তকের মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষীদের ওপর ইসলামের প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর আমি ইস্তেখারা করি আর দু'দিন পর আমার এক বান্ধবী আমাকে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে আমি এবং সে (অর্থাৎ, সেই বান্ধবী) আমার শাশুড়ির গৃহে অবস্থান করছি আর বিভিন্ন কক্ষের মধ্য থেকে আমি একটি বিশেষ কক্ষের সন্ধান করছি । এমন সময় আলোকোজ্জ্বল এবং আরামদায়ক একটি কক্ষে আমার চোখে পড়ে, তখন আমি তাকে বলি, এই কামরাটি আমার ভালো লেগেছে আর এখানেই আমি থাকব। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের আমি এ অর্থই করেছি যে, আমাকে জামা'তভুক্ত হওয়া উচিত, এরপর তিনি বয়আত করেন।

তুরস্কের এক ভদ্র মহিলা মিরা সাহেবা বলেন, আমি আমার বয়আতের বিস্তারিত ঘটনা শোনাতে চাই। ২০১০ সনে এ জামা'তের সাথে পরিচিত হই, জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। আমি দেখেছি আমার স্বামী এমটিএ 'আল্ আরাবিয়া' গভীর আগ্রহে দেখতেন তাই আমিও দেখতে আরম্ভ করি। তার অবর্তমানে প্রায় সময়ই আমি একাই এমটিএ দেখতাম। আমার স্বামী আমাকে বলতেন, তুমি আশ্বস্ত হলে বয়আত কর, আমি তখন বলতাম, এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, আমার পরিবার বড়, ঘরের দায়িত্ব অনেক বেশি। এরপর আমি দাজ্জাল-সংক্রান্ত জামা'তের প্রস্তুতকৃত স্বল্পদৈর্ঘ প্রামান্যচিত্রটি দেখি, এর ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে যা পূর্বে কখনো শুনিনি। এমটিএ দেখা অব্যাহত রাখি, হেওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠান দেখতে থাকি এবং রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়া আরম্ভ করি। এরপর একদিন আব্দুল কাদের ওদে সাহেব এখানে সফরে আসেন, তখন আমি বয়আত করি। পরবর্তীতে আমার পুত্রবধু এবং মেয়েরাও বয়আত করে। জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে আমরা মত বিনিময় করি এবং তিনি বলেন যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, যেদিন আমি বয়আত করেছি সেদিন স্বপ্নে দেখি, সূরা কাহাফের আয়াত পড়ছি, তখনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন আর আমি ইমাম মাহদীর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। খোদার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কেননা, তিনি আমাকে ঈমান দিয়েছেন, খোদা করুন এই দায়িত্ব যেন আমি পালন করে যেতে পারি।

এভাবে নিজেরাই ঘটনা লিখেন এবং দোয়ার জন্য অনুরোধও করেন।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিভিন্ন স্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন এ সংক্রান্ত কিছু ঘটনাও রয়েছে। যেমন বেনিনের মুবাল্লিগ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব লিখেন, মুয়াল্লিম জাকারিয়া একগ্রামে তবলীগের উদ্দেশ্যে যান, সেখানে এক বন্ধু বলেন, এখন মানুষ কাজকর্মের জন্য গ্রামের বাইরে রয়েছে, তাই আপনারা জুমুআর দিন আসুন, তাহলে লোকদের এখানেই পাবেন। জুমুআর দিন মুয়াল্লিম সাহেব পুনরায় যখন সেখানে যান তখন মুয়াল্লিম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাকাত নফল নামায পড়েন এবং স্থানীয় ইমাম সাহেব ও গ্রাম কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে তবলীগ

আরম্ভ করেন। মুয়াল্লিম সাহেব সূরা ফাতিহার তফসীর এবং ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা চলাকালে মানুষ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর মসজিদ কমিটির সভাপতি বলেন, আমি মুসলমানের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছি । কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি সূরা ফাতিহার এমন প্রাণস্পর্শী তফসীর কোথাও শুনিনি। আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা যদি এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে আমি সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এই জামা'ত গ্রহণ করছি। অতএব, ইমামসহ এই গ্রামের মুসলিম সংগঠনের সকল সদস্য আহমদীয়া জামাত গ্রহণ করেন আর এভাবে একটা নতুন জামা'ত সেখানে গড়ে উঠে।তিনি বলেন, সেই গ্রামের মৌলভী ভয়াবহ বৈরী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমাদের মুয়াল্লিম যখন ঘরে ফিরে আসে তখন মৌলভী তাকে ফোন করে বলে যে, ভবিষ্যতে এই গ্রামে এবং মসজিদে আর আসবে না। কিছুকাল পর খোদ্দামুল আহমদীয়া বেনিনের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষে আমাদের মুয়াল্লিম যখন পুনরায় সেখানে যান এবং খোদ্দামকে ইজতেমায় যোগদানের অনুরোধ করেন তখন সেই মৌলভী পুনরায় তাকে বাধা দেয় আর তার সাথে খাদেমদের নিয়ে যেতে বারণ করে কিন্তু নবাগত খোদ্দাম মৌলভীর কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাই ইজতেমায় যোগদান করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিরোধী মৌলভীদেরকেও লাঞ্ছিত করেন এবং এমনই করে তিনি নতুন জামা'তও প্রতিষ্ঠা করছেন।

নতুন জামা'ত গঠিত হওয়া-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা রয়েছে আর এটি বেনিনের উরুশা অঞ্চলের ঘটনা। মুরব্বী সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নতুন অঞ্চলে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। সামে (Same) জেলার একটি গ্রামের নাম হল, কিসওয়ানী (Kisiwani)। সেখানে পূর্বে কোন আহমদী ছিল না। বার বার এই জায়গায় সফর করার সুযোগ হয়েছে। বহু প্যামফ্লেট, জামা'তী পত্রপত্রিকা এবং বইপুস্তকও এই গ্রামে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে, আল্লাহ্‌র কৃপায় শুধু বয়আত হওয়াই আরম্ভ হয় নি বরং রীতিমত জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসজিদের জন্য এখানে জমি ক্রয় করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজেরাই ইট বানাচ্ছে। একই সাথে অন্যান্য মুসলমানের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও আরম্ভ হয়ে গেছে। বিরোধীরা জামা'তের বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে এবং অপলাপে রত রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে গ্রামে মুনাযারার বা বিতর্কসভার ব্যবস্থা করি। পুরো গ্রামে ঘোষণা দেই আর সুন্নি মৌলভী সাহেবদেরকে আমন্ত্রণ জানাই যে, তারা যদি মনে করে যে, তারা সত্যবাদী তাহলে আসুন আর সবার সামনে কথা বলি। অতএব, নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে মুনাযেরা হয়, ধর্মীয় বিতর্ক হয়, বহু অ-আহমদী তাতে যোগদান করে কিন্তু সুন্নি মৌলভীদের মধ্য থেকে কেউ আসে নি।গ্রামবাসীরা তখন বুঝতে পারে যে, মৌলভীদের কাছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন আর কিছুই নেই।

বিভিন্নভাবে খোদা তা'লা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেন,আর তা এমন লোকদের জন্য করেন যারা সত্যিকার অর্থেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে। বুরকিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেছেন, নাবীর (Nabiyir) নামক এক গ্রামে তবলীগ করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে অনেক মানুষ বয়আত করে। সেখানে মাটির এক কাঁচা মসজিদে একজন মুয়াল্লিম সাহেবকে

নিযুক্ত করা হয়। রীতিমত জুমুআর নামাযের সূচনা হয়। কিন্তু অ-আহমদী মৌলভী নৈরাজ্য ছড়াতে থাকে। ঠিক জুমুআর নামাযের সময় মসজিদে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যাতে আহমদীয়াত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া যায়, কিন্তু জামা'তের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মৌলভী আর কিছু করতে না পেরে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদের সামনে আরেকটা মসজিদ নির্মাণ করে এবং ঘোষণা করে আহমদীয়া মসজিদ কেবল নামাযের বিছানা রাখার স্টোর হয়ে যাবে, সেখানে কোন নামাযিই আসবে না কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে এর বিপরীত। তার আত্মীয়স্বজনরাই কেবল তার মসজিদে নামায পড়ে আর আমাদের মসজিদে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নামাযীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি লিখেন, ছোট্ট একটি জায়গায় জুমুআর নামাযের উপস্থিতি দু'শ থেকে আড়াইশ' পর্যন্ত হয়।

দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে দেখান, তা দেখুন! বেনিন জামাতের মুবাল্লিগ আনসার সাহেব লিখেন, আসীওঁ (Assion) গ্রামে দু'শ বয়আত হয়েছিল। এখন এই গ্রামে প্রত্যেক শুক্র ও মঙ্গলবার তরবিয়তী ক্লাস হয়। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেবের মেয়ে, যিনি অন্য কোন গ্রামে থাকতেন, তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতার কারণে পুরো দেহ একেবারে নিথর হয়ে যায়। আমি যখন তার গ্রামে যাই,প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, দোয়া করুন আর যুগ খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখুন। তিনি বলেন, এখানে আমাকেও তিনি চিঠি লিখেছেন। তিনি বলেন, পরের দিন পুনরায় সেখানে গেলে লোকেরা বলে, এই মেয়ে কথাবার্তা ও নড়াচড়া করা বন্ধ করে দিয়েছে, মেয়েকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু চিকিৎসায় কোন লাভ হচ্ছিল না। পরে নিরাশ হয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। আর এক মৌলভীকে ডেকে আনা হয়, যে তার ওপর দম (ঝাড়-ফুঁক) করে আর বিনিময়ে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক এবং একটি ছাগল হস্তগত করে কিন্তু মেয়েটি আরোগ্য লাভ করে নি। এরপর আরেক মৌলভীকে ডাকা হয়, সেও সেই পরিমাণ অংকই নেয়, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় নি। মৌলভীদের পক্ষ থেকে আমরা নিরাশ হয়ে যাই এবং আমরা চিন্তা করি যে, এ তো মরেই যাবে। কাজেই, এই মেয়েকে তার পিতৃগৃহে রেখে আসি। অতএব, মেয়েকে এখানে নিয়ে আসার পর, সেই মেয়ের পিতা এখানে জামা'তকে দোয়ার অনুরোধ করে আর আমাকেও দোয়ার জন্য চিঠি লিখে। তিনি লিখেছেন, একদিন পরেই সেই মেয়ে নড়াচড়া করতে শুরু করে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তার রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। কেউ ভাবতেও পারত না যে, সে প্রাণে রক্ষা পাবে কিন্তু এখন তাকে দেখে কেউ ভাবতেই পারে না যে, এই মেয়ে কখনো অসুস্থও হয়েছিল। এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতারই প্রমাণ।

বুরকিনাফাঁসোর একজন মুয়াল্লিম সিন্দে করীম সাহেব লিখছেন, তবলীগের জন্য আমরা এক গ্রামে যাই, সেখানে পৌঁছার পর তবলীগের অনুমতি চাইলে গ্রামের ইমাম বলেন, আমাদের কাছে পূর্বেও আপনাদের মুবাল্লিগ এসেছিলেন, আমাদের অনেকে বয়আতও করেছিল কিন্তু পুরো গ্রামবাসী বয়আত করে নি, তাই আপনি তবলীগ করুন। হতে পারে, আপনার তবলীগের ফলে ইতোপূর্বে যারা আহমদী হয় নি তারাও আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে, শেষের দিকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, আমরা বয়আত করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু কিছু কথা অস্পষ্ট ছিল, আজকে

আমরা স্বয়ং দেখেছি যে, বর্তমানে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইসলামের সেবা করে থাকে তাহলে তা কেবল আপনারাই করছেন। কেননা, আপনারা নিরলসভাবে একাজে নিয়োজিত রয়েছেন আর আপনারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হন না। কাজেই, আমরা আপনাদের সাথে আছি। অতএব, ইমাম সাহেব গ্রামের লোকদেরকে বলেন,ইতোপূর্বে যারা বয়আত করে নি তারা এখন করে নিন। এভাবে গ্রামের আরো ৭৩ ব্যক্তি আহমদীয়াতভুক্ত হয়।

খোদা তা'লা যদি এদের হৃদয় উন্মোচন করেন আর সত্য ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে থাকেন তাহলে এটি তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা। এক্ষেত্রে একথা বলা যে, কেবল সেখানে কেন হচ্ছে? এর উত্তর হল, তারা ধর্মের বিষয়ে আন্তরিক, নিজেদের ব্যাপারে তারা চিন্তিত, সারা রাত বসে থেকে তারা ধর্মীয় আলোচনা শোনে। এখানে (অর্থাৎ ইউরোপে) এত দীর্ঘক্ষণ ধর্মের জন্য সময় দেয়া, ধর্মীয় অধিবেশনে বসা এবং প্রশ্নোত্তর অধিবেশন শোনার মত সময় কারো নেই।

ভারতের নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্ লিখেছেন যে, লাখীমপুর শহরে এক বন্ধু আব্দুস সাত্তার সাহেবের সাথে যোগাযোগ বহাল হয়। তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় সাক্ষাতে তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, আমরা কিরণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলাম, আমাদের পঞ্চাশ বিঘা জমি ছিল, ভালো ব্যবসাও ছিল এবং বার বছর পূর্বে বয়আত করে আমরা জামা'তে যোগ দেই। কিন্তু বয়আতের পর আমাদের এত বিরোধিতা হয় যে, বিরোধীরা আমাদের ঘরে পাথর নিক্ষেপ করে, আমাদেরকে বাড়ী ছাড়া করে। আমার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করে, আমার স্ত্রীর হাত ভেঙ্গে দেয়। এত বিরোধিতা হয় যে, বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমি পানির দামে বিক্রি করে সেখান থেকে আমাদেরকে বের হতে হয়েছে। পুরো ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। সেখান থেকে লাখীমপুর শহরে আসি। একটা ছোট্ট ঘরে আমরা স্থানান্তরিত হই। কিন্তু বিরোধীরা আমাদের পিছু ছাড়ে নি, তারা এখানেও হানা দেয় এবং শহরের মুসলমানদের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চার করে। পুরো শহরে একজন মুসলমানও আমাদের সাথে কথা বলত না, যাতায়াতের পথে আমাদের কষ্ট দেয়া হত আর জামা'তের সাথেও তখন আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার এক মহান নিদর্শন দেখিয়েছেন। আমাদের বিরোধিতায় যারা অগ্রগামী ছিল এমন বড় বড় সব বিরোধীরা একটি বাসে করে এক বিয়েতে যাচ্ছিল, তাদের বাস রেল ফটকে আটকা পড়ে ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয়, আর এর ফলে ২৮ জন অকুস্থলেই পটল তুলে। যারা জীবিত ছিল তারা গুরুতর আহত হয়, লাশের অবস্থা এমন ছিল যে, শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল, অনেক দূর পর্যন্ত দেহের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিরোধীদের একেক বাড়িতে নয় জন করে মারা যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরে আহতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে যাই, তখন বিরোধীদের আত্মীয়স্বজন লজ্জায় মুখ লুকাতে থাকে। এই ঘটনার পর লাখীমপুর শহরের বড় মসজিদের এক মৌলভী প্রাণে রক্ষা পাওয়া সেসব বিরোধী এবং আব্দুস সাত্তার সাহেবের পরিবারকে মসজিদে ডেকে আনেন এবং মৌলভী সাহেব বিরোধীদের বলেন, আপনারা আহমদীদের কাছে ক্ষমা চান আর বিরোধিতা পরিত্যাগ করুন আর এদেরকে যে বয়কট করেছিলেন তাও উঠিয়ে নিন। অতএব, এই দুর্ঘটনার পর বিরোধিতা একেবারেই থেমে যায়। তিনি বলেন, জামা'তের সাথে

আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল কিন্তু আমরা মনে-প্রাণে আহমদী ছিলাম। অতএব, যোগাযোগ পুর্নবহাল হওয়ায় তারা খুবই আনন্দিত হন এবং বয়আত নবায়ন করেন। যারা একবার আহমদী হয় আর সত্যিকার অর্থে বুঝেশুনে আহমদী হয়,আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানে দৃঢ়তা দান করেন।

কসোভোর মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, বিখ্যাত এক আলেম শেফচীত কড়াসনচী (Shefqet Kransiqui) সাহেব দীর্ঘদিন থেকে দেশের রাজধানীর সবচেয়ে বড় মসজিদের একজন ইমাম ছিল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয়াত বিভাগে সে অধ্যাপনা করতো এবং দেশে ছিলো বেশ জনপ্রিয়। বেশ কয়েক বছর পূর্বে সে রেডিও ইত্যাদির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বিভিন্ন কথা বলেছিল। ইন্টারনেট ইত্যাদিতেও জামা'তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিশোধ যেভাবে নিয়েছেন তা হল, চরিত্রহীন হওয়ার অভিযোগে প্রথমে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়, এরপর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সমর্থন আর কালো টাকা রাখার অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আর বেশ কিছু দিন হাজতে আটক করে রাখে। এরপর জামে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব এবং অন্যান্য দায়িত্ব থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। দেশের অন্য আরো কতিপয় ইমামও জামা'তের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করত। এ বছর দেশে ধর্মীয় ঘৃণা ছড়ানো এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপরাধে তাদেরকেও বন্দি করা হয়। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয় নি যে, দেশের নের্তৃস্থানীয় আলেমদের এতটা লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে, আর নিদর্শনমুলক এ ঘটনার কারণে সেখানকার আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা ঈমানে দৃঢ়তা দান করেছেন।

নতুন বয়আতকারীদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পরও তাদের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা-সংক্রান্ত ভারতের একটি ঘটনা আমি পূর্বেই শুনিয়েছি। একইভাবে উত্তর প্রদেশের একটিগ্রামের ঘটনা রয়েছে। সেখানকার পুরোগ্রাম বয়আত করেছিল কিন্তু পরে ভয়াবহ বিরোধিতার কারণে তারা আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়। কিন্তু মোহাম্মদ হানিফ সাহেব নামের এক বন্ধু আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিরোধীরা তার ঘোর বিরোধিতা করে কিন্তু তিনি নিজের ঈমানের সুরক্ষা করেন। বিরোধিতা চলাকালে হানিফ সাহেবের ছেলে ইন্তেকাল করেন, বিরোধীরা তার ছেলেকে কবরস্থানে দাফন করা আর জানাযা পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আর তাকে বলে যে, তুমি যদি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও কেবল তবেই আমরা তোমার ছেলের জানাযা পড়ব এবং কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দিব। কিন্তু হানিফ সাহেব দৃঢ়তার সাথে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজসন্তানদের সাথে নিয়ে জানাযা পড়ে নিজের বাড়িতেই ছেলেকে দাফন করেন। জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ বহাল হওয়ার পর সাক্ষাতের সময় তার নয়ন অশ্রুসজল ছিল। তিনি পুরো পরিবার নিয়ে বয়আত নবায়ন করেন। যখন জিজ্ঞেস করা হয় কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেন নি কেন? তিনি বলেন, লোকে আমাকে বলেছে লক্ষ্ণৌতে কাদিয়ানীদের যে কেন্দ্র ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে, মাদ্রাসাও বন্ধ হয়ে গেছে আর সেখানে কেউ নেই। আর কাদিয়ানের যোগাযোগের ঠিকানা আমাদের কাছে ছিল না কিন্তু তাসত্ত্বেও ঈমানে যেহেতু দৃঢ়তা ছিল তাই তিনি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে হিদায়াত দিতে চেয়েছেন তাই তাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা

কোন লোভে আহমদী হয়েছিল বা বয়আত করেছিল তারা সবাই আহমদীয়াত ছেড়ে দিয়েছেবা জামা'ত ছেড়ে দিয়েছে।

আইভোরিকোস্টেও আহমদীয়তের কারণে যুলুম ও নির্যাতনের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক নতুন বয়আতকারী বোমবা সিকো (Bamba Sekou) সাহেব বয়আত করার পর পত্রযোগে ভাইদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের সংবাদ দেন। তার ভাইয়েরা উত্তর দেয়, তিনদিনের মধ্যে যদি আহমদীয়াত না ছাড়ে তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে। একইভাবে যাদের সাথে ব্যাবসা করতেন তারা ওয়াহাবী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে অংশীদারিত্ব ছেড়ে দেন। এতদসত্ত্বেও কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি এবং বিরোধিতার প্রতিই তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি আর দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমটিএ'র মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যোগাযোগের যে সুযোগ আল্লাহ্সৃষ্টি করেছেন এর কারণে আমার খুতবা সব জায়গায় পৌঁছে, তা অ-আহমদীরাও শুনে। এর প্রভাব কেমন পড়ে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা আমীর সাহেব বর্ণনা করছেন। দানিয়াল নামের এক বন্ধু বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি বলেছেন, বয়আত করার পূর্বে তিনি মায়োটে দ্বীপে বসবাস করতেন। এটি একটি ফরাসী দ্বীপ। মায়োটে'তে যে মসজিদে যেতেন সেই মসজিদের ইমাম প্রায় অধিকাংশ সময় এমটিএ'তে আমার জুমুআর খুতবা শুনতেন। তিনি লিখেছেন, খুতবায় আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিলাম। এটি শুনে তার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। মসজিদের ইমাম আমাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানকার ইমাম ভদ্র মানুষ ছিলেন, কোন ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না। সেই ইমাম আমাদেরকে বলেন— দোয়া করুন, খোদা যেন আপনাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, তার এই কথাগুলো আমার ওপর খুবই প্রভাব ফেলে। এরপর ইমাম সাহেব আমাদেরকে জামা'ত-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। আমি ইন্টারনেট থেকে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত তথ্যাদি একত্রিত করা আরম্ভ করি, তখন ফরাসি ভাষায় জামা'তী কিছু ভিডিও সামনে আসে যা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু-সংক্রান্ত ছিল। অনুরূপভাবে, ইউটিউবে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত খুতবার ফরাসি অনুবাদও পেয়ে যাই। এরপর তিনি লিখেন যে, আমি বয়আত করি। আমীর সাহেব লিখেছেন, তিনি ফ্রান্সের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে মায়েটে'র ইমামের সাথে যোগাযোগ করিয়েছেন, ইমামকে জামা'তী বইপুস্তক ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই ইমাম আরো ৭০ ব্যক্তিসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন, সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী ছোট্ট একটি দ্বীপে খুতবার মাধ্যমে তবলীগের কাজ সাধিত হয়েছে। এটিও আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ, যা তিনি এমটিএ'র মাধ্যমে আমাদের প্রতি করছেন।

অমুসলিমদের ওপর বইপুস্তকের কী প্রভাব পড়ে তা দেখুন! কঙ্গোর ব্রাযভিল থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লিখেছেন, একজন নতুন বয়আতকারী উম্বিমা সাহেব তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন আমি আমার ছোট ভাইয়ের ঘরে যাই, তার কাছে ফরাসি ভাষায় একটি বই দেখি এর শিরোনাম ছিল **'ঈসা (আ.)-এর সত্য কাহিনী'**, এই বইটি আমি পড়ার জন্য নিয়ে যাই।

তারপর পাদ্রির কাছে এই বইয়ের কথা উল্লেখ করি, পাদ্রি বলে চিন্তা-ভাবনা না করে এমন বই-পুস্তক পড়া উচিত নয়, এতে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই বইটি পড়ার পর আমার চোখ খুলে যায় আর আমি বুঝতে পারি, পাদ্রিরা আমাদের কাছে অনেক কিছুই গোপন করে রেখেছে। আমি পুনরায় বইটি পড়ি এবং বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখি। আমি আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি, যে পূর্বেই আহমদীয়া জামা'তে যোগ দিয়েছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, এ বই তুমি কোথা থেকে নিয়েছ, তারা কারা? সে আমাকে বলে, এটি আহমদীয়া জামা'তের লিখিত পুস্তক। কিছুদিনের মধ্যে আমি আহমদীয়া জামাতের মিশন হাউসে যাব, যেখানে গিয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত জলসা শুনব, তুমিও আমার সাথে চল, নিজেই দেখে নিও তারা কারা। ইসলাম-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো তুমি সেখানেই জিজ্ঞাসা করে নিও। আমরা মিশন হাউসে যাই, সেখানে জার্মানির জলসার পরিবেশ দেখি এবং আপনার (অর্থাৎ হুযূরের) বিভিন্ন বক্তৃতা শুনি। এসব শুনে আমার অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহর কৃপায় জার্মান জলসার সময়েই আমি বয়আত করি। এখন আমি খুবই আনন্দিত। আমি অনুভব করছি যে, জীবনেরও কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে, যা এখন পূর্ণ হয়েছে।

বয়আতের পর মানুষের মাঝে অসাধারণ পরিবর্তনও আসে। উজবেকিস্তানের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধু জহির ওয়াহেদ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সূরা ফাতিহার তফসীর সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমার তো নামাযের ধরণই বদলে গেছে। এখন আমি নামাযে সেসব কিছু পাই যা পূর্বে পেতাম না। বিশেষ করে এই হাদীসের ব্যাখ্যা আমার অনেক কাজে এসেছে যা পূর্বে আমি বুঝতাম না আর যাতে 'এহসান' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে।

কসোভোর মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, নতুন বয়আতকারী আহমদীরা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। এক বন্ধুর নাম নযীর বালায়ে সাহেব। তিনি নিজ শহরের পৌরসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তা। আহমদীয়াত গ্রহণের পর ব্যক্তিগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও দিনরাত জামা'তের সেবায় রত থাকেন। যেকোন তরবীয়তি বা তবলিগী অনুষ্ঠানই হোক না কেন এর জন্য সব সময় সোচ্চার থাকেন। প্রতিবেশী দেশে ওয়াক্‌ফে আরযী করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। তার মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন তবলিগী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একবার একটি তবলিগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তিনি গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তবলিগী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালেই দুর্বলতা বেশি অনুভব করায় বাড়িতে যান এবং তার স্ত্রী, যিনি নার্স ছিলেন তার কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা বোধ করার পর পুনরায় তবলিগী অনুষ্ঠানে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর অনুষ্ঠানে ফিরে আসেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত তবলিগী অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন। এই হল তবলীগ করার ক্ষেত্রে নবাগতদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা।

কঙ্গো ব্রাযভিলের মুয়াল্লিম ইব্রাহিম সাহেব লিখেছেন, একগ্রামের এক গ্রাম-কর্মকর্তা বলেন, আমার সাথে আমার জামাতার সম্পর্ক ভালো ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মদ পান করে গালাগালি করত, আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত কিন্তু আমি দেখেছি, যখন থেকে সে ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তখন থেকে মদ পান করা এবং গালাগালি করা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। আমার

জন্য এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয়। অতএব, আহমদীয়াতের কল্যাণে খোদা তা'লা তাদের মাঝে এমনই পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকেন ।

বুরকিনাফাঁসোর নতুন বয়আতকারী বন্ধু সুরি হামিদু সাহেব বর্ণনা করেন, আমি যখন অ-আহমদী ছিলাম তখন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। আমার ঘরে সন্তান জন্ম নিত ঠিকই কিন্তু মারা যেত, পীর-ফকিরদের কাছে গেলে, কেউ বলত ছাগল নিয়ে আস, কেউ বলত মোরগ, কেউ বলত প্রতীমার বেদিতে জবাই কর, এভাবেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের বার্তা শোনার পর খুব ভালো লাগে আর এই জামা'তে যোগ দেই। এরপর যে অর্থ মৌলভী এবং প্রতীমার পিছনে ব্যয় করতাম তা চাঁদার খাতে দিতে আরম্ভ করি। আমি দেখেছি, ধীরেধীরে আমার সব সমস্যার সমাধান হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন সন্তান দিয়েছেন যারা জীবিত আছে। কিছুকাল পর মৌলভী যখন দেখল যে, এই ব্যক্তি এখন আর আমাদের কাছে আসে না আর তারা বুঝতে পারে যে, সে আহমদী হয়ে গেছে তখন মৌলভী বলতে আরম্ভ করে, তোমার বাপদাদা যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তুমি কেন ত্যাগ করলে? তিনি বলেন, আমি তাকে বলি—এখন আমি খুবই আনন্দিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জীবন্ত সন্তানসন্ততি দিয়েছেন। আমি চাঁদা দেই আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার দ্বিগুণ ফেরত দেন। এসব কিছুই আহমদীয়া জামা'তের কল্যাণ, আল্লাহ্ তা'লা আমার ঘরের অবস্থা বদলে দিয়েছেন, যে কাজই করি তাতে সফলতা আসে। এজন্য আল্লাহ তা'লাই আমাকে এই পথে পরিচালিত করেছেন। বাপদাদার যে পথ ছিল তা ছিল ভ্রষ্টতার পথ।

রেডিও'র মাধ্যমেও অনেক বয়আত হয়, বেনিনের মুবাল্লিগ লিখেন, আমার অঞ্চলের একটি গ্রাম থেকে এক খ্রিষ্টান বন্ধু সোভে জোরাফিন (Soe Joraphin) একদিন আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান চলাকালে ফোন করে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং তার বাড়ীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। পরে যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হয় আর তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। যৌক্তিক প্রমাণাদি ও বাইবেলের বরাতে উত্তর দেয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি আশ্বস্ত হন আর স্বীকার করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। হযরত ঈসা (আ.) কেবল একজন নবী ছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় আগমণ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। এই কথাটি তার কাছে বোধগম্য হয় আর তিনি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আলোচনাকালে তিনি বলেন, দীর্ঘকাল থেকে তিনি আমাদের অনুষ্ঠান গভীর আগ্রহের সাথে শুনছেন। সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রেডিও অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি বিশেষভাবে অনুষ্ঠান শোনার জন্য কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

সন্ধানে থাকলে আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করেন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন।

বলিভিয়ার মুবাল্লিগ গালেব সাহেব লিখেছেন, উইলিয়াম শাহীন যিনি যেহোভা উইটনেস ফির্কার একজন পাদ্রী ছিলেন, তিনি লেবাননের অধিবাসী এবং জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান ছিলেন। গত তিন বছর যাবৎ তিনি বলিভিয়ায় বসবাস করছিলেন। এই অধম খ্রিষ্টধর্মের এই ফির্কা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তার সাথে আলোচনার সময় নেয়। আমাদের প্রথম সাক্ষাতে তিনি তার ফির্কা সম্পর্কে কিছু বলার পরিবর্তে আমার কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। এই

সাক্ষাতে জামা'তের ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করা হয়। বিশেষ করে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি বলেন, আমি তাকে জুমুআয় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। তিনি জুমুআর জন্য রীতিমত আসতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক বার জুমুআর পর তার সাথে আলোচনা হয়। উইলিয়াম সাহেবের চিন্তা ছিল, তিনি যদি জামা'তভুক্ত হন তাহলে তার পিতামাতা এবং গীর্জা-কর্তৃপক্ষ তার বিরোধিতা করবে, এজন্য তাকে নতুন চাকরির সন্ধান করতে হবে, কিন্তু অপরদিকে সত্য সন্ধানকেও গুরুত্ব দিতেন। তিনি আরবী বুঝতেন, জামা'তের ওয়েব সাইটে জামা'তের আরবী বইপুস্তক পাঠ করতে আরম্ভ করেন। বইপুস্তক পড়ার পর তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে তিনি সত্যের সন্ধানে ছিলেন এখন সত্য পেয়ে গেছেন। অতএব, বিরোধিতা এবং জীবিকার চিন্তা না করে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একদিন জুমুআর পর তিনি বয়আত গ্রহণ করে জামা'তভুক্ত হন।

মানুষের ওপর আহমদীয়াতের বার্তা ও বাণীর প্রভাব পড়ে,তা সে বয়আত করুক বা না করুক। কামরান মুবাশ্বের সাহেব এ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া থেকে লিখেন, আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তবলীগ করার পরিকল্পনা হাতে নেই। এক বাড়ির কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে এক ব্যক্তি রাগে গড়-গড়িয়ে বাইরে আসে আর এমন মনে হচ্ছিল যে, হয়ত আমার ওপর হামলা করে বসবে। মুরব্বী সাহেব বলেন, সেই রাগের ঘোরেই সে বলে, যখন থেকে তোমরা মুসলমানরা আমাদের দেশে এসেছ, আমাদের দেশের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের দেশ থেকে তোমরা নিষ্ক্রান্ত হও, আমাদের সাথে তোমরা মিলেমিশে থাকতে পারবে না আর থাকা উচিতও না। তার কথা শেষ হওয়ার পর আমি তাকে বলি, আপনার কথা সঠিক, কিছু মুসলমান অবশ্যই উগ্র বা কট্টরপন্থী, ইসলামকে ভ্রান্তভাবে তুলে ধরছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা হল 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে'। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে দেশেই যায় সেখানে সকল অর্থে সমাজের মূলধারার সাথে মিলেমিশে থাকে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও খেলাধুলা করে, বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবেও রয়েছে, আমি এখানে নতুন এসেছি, লাইব্রেরীর সদস্য হয়েছি। যাহোক, তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়, এসব কথা শুনে সেই ব্যক্তিই, যে পূর্বে গজগজ করছিল আর মনে হচ্ছিল যে, সে আমাদের ওপর হামলা করে বসবে, সে আনন্দিত হয় এবং বলে, তোমার সাথে আমি ছবি তুলতে চাই। তিনি বলেছেন, শেষের দিকে তাকে মিশন হাউজে আসার আমন্ত্রণ জানাই এবং তিনি সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, তিনি স্বয়ং মানুষের হৃদয়কে জামা'তের বার্তা শোনার জন্য নমনীয় করছেন।

বিগত একটি খুতবায় আমি বলেছিলাম, যারা এখানে নতুন অভিবাসী, তাদের তবলীগ করা উচিত, জার্মানির একজন অভিবাসী, যিনি অভিবাসনের আবেদন করেছিলেন; তিনি তার নিজের ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন যে, এক জজের আদালতে আমার চূড়ান্ত শুনানী নির্ধারিত ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন তুমি কি তোমাদের জামা'তের লিফলেট বিতরণ কর? সে বলে, হ্যাঁ! আমি ফ্লায়ার বিতরণ করি। সেই জজ সাহেব জিজ্ঞেস করেন, কোথায় বিতরণ কর? আমি কয়েকটা জায়গার নাম উল্লেখ করলে বিচারক বলেন, ঠিক আছে অমুক জায়গা থেকে আমিও লিফলেট নিয়েছিলাম, যাও তোমার কেইস পাশ করছি। এভাবে তবলীগও তার অভিবাসন কেইসের অনুকূলে সিদ্ধান্তের কারণ হয়েছে।

পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার মুবাল্লিগ কামরান সাহেবেরই ঘটনা এটি। তিনি বলেছেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কতক সদস্যের মাঝে কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। সম্ভবত তারা লজ্জা পায় যে, এমনটি করলে এখানকার মানুষ আমাদের কী বলবে? আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে জামা'ত এখন এতটা পরিচিতি লাভ করেছে এবং মানুষ এতটা জানে যে, এখানকার যুবকদের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেছে, কিন্তু কোন কোন জায়গায় এখনো আছে। তিনি বলেন, অষ্ট্রেলিয়া জামা'ত খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নিয়ে একটা তবলিগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়। খোদ্দামদের বলা হয়েছিল, তারা জামা'তী শার্ট পরে বাইরে যাবে এবং তবলীগ করবে। তখন এক খাদেম আমার কাছে আসে আর বলে, জামা'তী শার্ট পরতে আমার লজ্জা লাগে, যাতে লেখা আছে আহমদীয়া জামা'ত। একথার প্রেক্ষিতে মুরব্বী সাহেব বলেন, আমি তাকে বুঝিয়ে বলি—এ কারণেই মানুষ আমাদের কাছে আসবে, তুমি পড়ে যাও আর দেখ কী হয়! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমনটিই হয়েছে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সেই দলটি যখন বাইরে যায়, মানুষ আমাদের ছবি তুলতে আরম্ভ করে আর এ সময় আমাদের ইন্টারভিউ (সাক্ষাতকার) গ্রহণ করা হয়েছে এবং তবলীগের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরে সেই খাদেমই তার বন্ধুদের বলতে আরম্ভ করে যে, পূর্বে জামা'তের শার্ট বা টিশার্ট পরতে আমার লজ্জা লাগছিল, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, সকল বরকত এবং কল্যাণ জামা'তের নামের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তবলীগের কল্যাণে যুবকদের শিক্ষার উপকরণও সৃষ্টি করছেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম করে বলেছিলেন, **فهان ان تعان و تعرف بين الناس** তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি যুগ এমন আসবে যখন তোমাকে সাহায্য করা হবে, তুমি মানুষের মাঝে পরিচিতি লাভ করবে। এটি হল, **تعرف بين الناس** এর অর্থ। খোদা তা'লা এ কথা তাঁকে প্রথমবার ১৮৮৩ সনে ইলহাম করেছিলেনএরপর আরো দু'বার এই ইলহাম হয়েছে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেউ জানত না, চিনত না। তিনি বলেন, এটি কোন মানুষের কাজ বা মানবীয় পরিকল্পনা হতে পারে কি? মোটেই নয়। এটি খোদা তা'লার কাজ, পূর্বে একটি ঘটনার সংবাদ দেন আর তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ দিতে পারেন। তিনি (আ.) বলেন, প্রতিদিনই এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে। পৃথিবীতে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ তাঁর হাতে বয়আত করছে।

তিনি একথাও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এক সংবাদ দেন, এমন এক যুগ আসবে যখন তুমি সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করবে। **(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৬২-১৬৩)**

আর এমনটিই হচ্ছে। আজ আমরা দেখি, এভাবেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম, জামা'তের নাম এবং ইসলামের নাম পৃথিবীময় বিস্তার লাভ করছে। একসুদূর অঞ্চল থেকে উদ্ভুত আওয়াজ আজ পৃথিবীর বহুদেশে পৌঁছে গেছে। ২১০টি দেশে পৌঁছে গেছে।

দেশের সংখ্যা সম্পর্কেও আমি বলে দিচ্ছি, অনেকে মনে করে, জামা'ত হয়ত অতিরঞ্জণ করে বলে। পৃথিবীতে এতগুলো দেশই তো নেই যতটা আমরা বলে থাকি। কেননা, জাতিসংঘের

সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা মোট ১৯০ বা ১৯৫টি। জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা হয়ত এতগুলোই হবে কিন্তু পৃথিবীতে দেশের সংখ্যা প্রায় ২২০টি। সম্প্রতি বিবিসি কোন খেলার বরাতে কথা বলছিল আর তারাও বলেছে যে, এই অনুষ্ঠান ও এই ম্যাচ পৃথিবীর ২২০টি দেশে দেখা যাবে। (http://www.bbc.com/sport/boxing/41033008)

কাজেই, জাতিসংঘের বরাতে কথা বলে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, আহমদীয়া জামা'ত হয়ত অত্যুক্তি করে আর তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সংখ্যাতিরিক্ত দেশ বানিয়ে নিয়েছে; কাজেই, যেসব যুবকের মাথায় এমন ধারণা রয়েছে, তা তাদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন এই বাণী যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পৃথিবীব্যাপী পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারি।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ অক্টোবর - ২ নভেম্বর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪৩, পৃ: ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)